সমকাল

তারিখ 12 JUN 2015
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

শিক্ষা খাতে প্রত্যাশা পূরণ হয়নি

শিক্ষকদের সমস্যা কোথায়? যুগের সঙ্গে তারা কেন তাল মিলিয়ে চলতে পারছেন না? বিশ্বব্যাপী তরুণ প্রজন্ম যেসব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে তা মোকাবেলায় কীভাবে তাদের শিক্ষা দিতে হবে– এসব বিষয়ে চাই নিজস্ব গবেষণা। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের– শিক্ষার উন্নয়ন বিষয়ে গবেষণার জন্য বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখতে হয়। আমরা দেখেছি যে, কৃষি মন্ত্রণালয় ড. মাকসুদুল আলমের নেতৃত্বে কাজ করা একদল বিজ্ঞানীর পেছনে খুব সামান্য অর্থই ব্যয় করেছে। কিন্তু তার বিনিময়ে আমরা যা পেয়েছি তাতে বিস্ময় সৃষ্টি হয়েছে গোটা বিশ্বে

সাম্প্রতিক প্রসঙ্গ

রাশেদা কে চৌধুরী

অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত তার ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বাজেট ভাষণে জনগণের জীবনমানের উন্নয়ন চেয়েছেন, সমৃদ্ধির পথে অগ্রযাত্রার জন্য সব রাজনৈতিক দলের সহযোগিতা প্রত্যাশা করেছেন। তার ভাষণে পরস্পরের প্রতি সহনশীলতাও গুরুত্ব পায়। যে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর শ্রমে-ঘামে ক্রমশ মজবুত হয়ে উঠছে আমাদের অর্থনীতি, তাদের প্রতি বিভিন্ন স্থানে ব্যক্ত হয়েছে কৃতজ্ঞতা। এমন সংবেদনশীলতায় অনেকেই আপ্লুত হবেন। তিনি বলেছেন, বাজেট প্রণয়নের প্রক্রিয়ায় সমাজের বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরামর্শ করেছেন এবং তাদের গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ করেছে বাজেট ভাবনা। প্রস্তাবিত বাজেটে তার প্রতফলন ঘটানোরও চেষ্টা করা হয়েছে।

কিন্তু বাস্তবেই কি সেটা ঘটেছে? তিনি দারিদ্র্য দূরীকরণকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের তালিকায় রেখেছেন। এ ক্ষেত্রে সরকারের সাফল্যও সাদা চোখে দেখা যায়। শিক্ষার প্রসারেও আমরা কৃতিত্ব দেব সরকারকে। নতুন শিক্ষা নীতিকে দলমত নির্বিশেষে প্রায় সব মহল থেকে স্বাগত জানানো হয়েছে। তবে প্রবৃদ্ধির হার কয়েক বছর ধরে ৬ শতাংশের বেশি রাখতে সক্ষম হওয়ার পরও বৈষম্যকে বাড়তে দেইনি বলে যে কৃতিত্ব দাবি করা হয়েছে বাজেট ভাষণে, তাতে দ্বিমত পোষণ করার মতো অনেককে পাওয়া যাবে। দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সরকারের যে রাজনৈতিক সদিচ্ছা, আগামী অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে তারও তেমন প্রতিফলন নজরে পড়ছে না। অর্থমন্ত্রী বাজেট ভাষণে সমাজের অবহেলিত, বঞ্চিতদের প্রতি মমত্ববোধের পরিচয় রেখেছেন। শিশুদের বাজেট ঘোষণা করেছেন। হিজড়া, দলিত প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর কথা উল্লেখ করেছেন। এতে আমরা আপ্লুত হই। এক ধরনের ভালো লাগার অনুভূতি পেয়ে বসে। কিন্তু এর প্রতিফলন তো থাকা চাই বাজেটের খাতওয়ারি বরাদ্দে। তিনি শিশুদের বাজেট ঘোষণা করেছেন। বাংলাদেশসহ যে কোনো দেশেই শিশুদের সুরক্ষার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য। আর শিক্ষার উন্নয়ন ঘটাতে হলে চাই মানসম্পন্ন শিক্ষক। তারা শ্রেণীকক্ষের ভেতরে শিশুদের ভালো করে পাঠদান করলেই না তারা দক্ষ মানবসম্পদ হয়ে উঠতে পারবে। বিশ্বের সঙ্গে প্রতিযোগিতার জন্য যোগ্য হয়ে উঠবে। এ বিষয়টিকে কোনোভাবেই পাশ কাটিয়ে যাওয়া যাবে না। তাদের মানসম্পন্ন জীবনযাপনের জন্য পর্যাপ্ত বেতন চাই। এটা করুণা নয়, ন্যায্য প্রাপ্তি হতে হবে। সমাজে মর্যাদার জন্যও এর প্রয়োজন রয়েছে। আমি ভারতের অনেক শিক্ষকের কাছে শুনেছি যে, সেখানে আকর্ষণীয় হারে বেতন-ভাতা প্রদানের কারণে সমাজে শিক্ষকদের মান-মর্যাদা অনেক বেড়ে গেছে। জমিদার, চিকিৎসক, উচ্চপদের সরকারি কর্মকর্তারা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কাছে যে বিশেষ সম্মানের আসনে ছিলেন, এখন সে অবস্থানের সারিতে থাকছেন শিক্ষকরাও। প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান, সর্বত্রই এ চিত্র বিরাজ করছে। আমরা বলি, মানসম্পন্ন শিক্ষক তখনই মিলবে যদি মানসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ করা যায়। আর এটা তখনই সম্ভব যখন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের সেরা ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নিতে আকর্ষণবোধ করবে। অন্যথায় পেটের দায়ে এবং একই সঙ্গে পরিবার ও সমাজে উপযুক্ত মর্যাদা পেতে তারা অন্য পেশায় চলে যাবে।

সরকার নতুন পে স্কেল চালু করেছে। এর আগে যেসব পে স্কেল বাস্তবায়ন করা হয়েছে শিক্ষকরা তার সুফল পেয়েছেন। সর্বশেষ পে স্কেল বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষকদের বেতন-ভাতা খাতে বাড়তি অর্থ বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন। বাস্তবে কি করা হয়েছে? বর্তমান সরকারের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে শিক্ষকদের প্রতি সুবিচার করার আশ্বাস দিয়েছেন। ফলে নতুন পে স্কেল অনুযায়ী জুলাই থেকেই বেতন-ভাতা মিলবে, এমন আশা সৃষ্টি হয়েছে লাখ লাখ শিক্ষকের। কিন্তু বাজেটে বরাদ্দ তো দেখছি না। কোনো গুপ্ত খাত রয়েছে কিনা জানা নেই, কিন্তু খোলা চোখে যা দেখছি তাতে শিক্ষকদের মনে অসন্তোষই জিইয়ে রাখার ব্যবস্থা করা হলো। এর দ্বারা সরকার রাজনৈতিকভাবেও ক্ষতিগ্রস্ত হবে, এমন কথাও কেউ কেউ বলতে শুরু করেছেন।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বাংলাদেশ সফর করে গেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত জনভাষণে তিনি বলেছেন, এ সফরের ময়নাতদন্ত হবে গোটা বিশ্বে। আমরা ভারতের ভেতরে যেসব পরিবর্তন ঘটছে তারও ময়নাতদন্ত করে দেখতে পারি। তা থেকে শিক্ষাও নিতে পারি। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে শিক্ষকদের বেতন ও অন্যান্য সুবিধা। এ কারণে তাদের যে মর্যাদা সেটা আগেই বলেছি। একজন প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষককে ভারতে ২৫ হাজার রুপি বেতন দেওয়া হয়। আমাদের মুদ্রায় এর পরিমাণ ৩০ হাজার টাকারও বেশি। এ হারে বেতন পাওয়ায় শিক্ষকদের সংসার চালাতে দ্বিতীয় পেশায় যুক্ত হওয়ার কথা ভাবতে হয় না। আর দক্ষ ও যোগ্য শিক্ষকদের কাছে শিক্ষা পেলে ছাত্রছাত্রীরাও গড়ে উঠবে যুগের চাহিদা অনুযায়ী। এ যুগ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লবের। এ যুগে আর্থ-সামাজিক প্রতিটি ক্ষেত্রে চাই সুদক্ষ কর্মী। ছাত্রছাত্রীরা যে দলে দলে বিবিএ-এমবিএ শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হয় তার কারণ এখানেই নিহিত। টেকনিক্যাল শিক্ষার প্রতিও সর্বত্র আকর্ষণ রয়েছে। বাংলাদেশে শিল্প ও বাণিজ্য খাতে দক্ষ মানবসম্পদের চাহিদা বাড়ছে। বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে আমরা এ চাহিদা পূরণ করতে পারি। মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশেও এ ধরনের দক্ষ লোকের প্রচুর চাহিদা। সেটা পূরণ করতে হলে যেমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়াতে হবে, তেমনি চাই উপযুক্ত শিক্ষক। এজন্য পরিকল্পনা যেমন প্রয়োজন, তেমনি থাকতে হবে বিনিয়োগ। আর এ বিনিয়োগ মূলত আসবে সরকারের মাধ্যমে। কিন্তু জাতীয় বাজেটে তেমন কিছু দেখা গেল না।

স্বাস্থ্য খাতের প্রসঙ্গও বলা যায়। ১৬ কোটির বেশি মানুষের দেশে স্বাস্থ্য খাতে সরকারের বরাদ্দ ১২ হাজার কোটি টাকার কাছাকাছি। আমরা জানি যে, দেশের বিপুল সংখ্যক নারী-পুরুষ-শিশু এখন পর্যন্ত স্বাস্থ্যসেবা পেতে হাজির হয় সরকার পরিচালিত হাসপাতাল এবং কমিউনিটি হেলথ সেন্টারগুলোতে। এগুলোতে সেবার মান নিয়ে অনেক অভিযোগ রয়েছে। কিন্তু তারপরও গরিবের জন্য স্বাস্থ্যসেবার যেটুকু প্রসার ঘটেছে, রোগে আক্রান্ত হলে তাদের পাশে দাঁড়ানোর মতো যে সুবিধা মেলে, তা আসে সরকার পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলো থেকেই। কিন্তু স্বাস্থ্য খাতে এত কম বরাদ্দ দেওয়া হলে কীভাবে মিলবে উপযুক্ত চিকিৎসা! স্বাস্থ্য খাতের চেয়ে ঢের বেশি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে সামরিক খাতে। অর্থমন্ত্রী নিজেই বলেছেন, সামরিক খাতে ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশের রেওয়াজ নেই। কিন্তু স্বাস্থ্য বা শিক্ষা খাতে বরাদ্দের প্রতিটি পয়সার ময়নাতদন্ত হয় এবং তাতে আমরা দেখতে পাই, যে বরাদ্দ কাঙ্ক্ষিত মাত্রার কাছাকাছিও নেই। স্বাস্থ্য হচ্ছে মৌলিক চাহিদা, মৌলিক অধিকার। আর সামরিক খাত হচ্ছে প্রয়োজন। তাহলে বরাদ্দের সময় কেন স্বাস্থ্য খাত এভাবে বঞ্চিত?

আবার শিক্ষকদের প্রসঙ্গে ফিরে যাই। স্কুলে পরীক্ষা চলাকালে প্রশ্নপত্র কেমন হয়েছে সেটা নিয়ে সংবাদপত্রে প্রতিবেদন থাকে। দেখা যায়, অনেক স্কুলের শিক্ষকরা মানসম্পন্ন প্রশ্ন করতে পারেন না। সৃজনশীল প্রশ্ন চালু হয়েছে, কিন্তু এর উপযোগী করে ছাত্রছাত্রীদের তৈরি করা হয় না। এ ক্ষেত্রেও প্রধান সমস্যা উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব। শিক্ষকদের সমস্যা কোথায়? যুগের সঙ্গে তারা কেন তাল মিলিয়ে চলতে পারছেন না? বিশ্বব্যাপী তরুণ প্রজন্ম যেসব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে তা মোকাবেলায় কীভাবে তাদের শিক্ষা দিতে হবে– এসব বিষয়ে চাই নিজস্ব গবেষণা। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের– শিক্ষার উন্নয়ন বিষয়ে গবেষণার জন্য বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখতে হয়। আমরা দেখেছি যে, কৃষি মন্ত্রণালয় ড. মাকসুদুল আলমের নেতৃত্বে কাজ করা একদল বিজ্ঞানীর পেছনে খুব সামান্য অর্থই ব্যয় করেছে। কিন্তু তার বিনিময়ে আমরা যা পেয়েছি তাতে বিস্ময় সৃষ্টি হয়েছে গোটা বিশ্বে। খাবার স্যালাইন এখন প্রতি বছর লাখ লাখ লোককে ডায়রিয়ার প্রকোপ থেকে রক্ষা করছে। বাংলাদেশের এ সাফল্যের বিষয়টি বিশ্বব্যাপী চিকিৎসকদের কাছে বিস্ময়ের। আমরা জানি যে, এই গবেষণার জন্য খুব একটা বরাদ্দ ছিল না। শিক্ষাক্ষেত্রেও আমরা এ নজির অনুসরণ করতে পারি। এ ধরনের গবেষণা পরিচালনার জন্য অনেক যোগ্য লোক বাংলাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রয়েছে। আমি আশা করব যে, অর্থমন্ত্রী বাজেট চূড়ান্ত করার আগে এসব বিষয়ে মনোযোগী হবেন এবং শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত সবার প্রত্যাশা পূরণ হবে।

○ নির্বাহী পরিচালক, গণসাক্ষরতা অভিযান
তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা